Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৮ জুলাই, ২০২০

৪৩ বর্ষ ২১ সংখ্যা ২৭ জুলাই, ২০২০, সোমবার, ১১ শ্রাবণ, ১৪২৭

আমন চাষ মজুরের অভাবে থমকে যাচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলের অভাবে গত আমনে চাষ দেরিতে হয়েছিল, এবার মজুরের অভাবে চাষ যাচ্ছে থমকে। করোনা আবহে বাইরের মজুর আসতে না পারায় এই সমস্যা। বর্ষার চাষে ঝাড়খণ্ড, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের মজুররা কাজের খোঁজে চলে আসে। এবার বোরো, বর্ষার চাষ নিয়ে আতান্তরে পূর্ব বর্ধমানের চাষিরা। প্রশাসন এ ব্যাপারে নীরব।

কৃষি দপ্তরের বিবৃতি অনুযায়ী মজুরের আকাল স্বীকার করলেও এবার ভালো বৃষ্টিপাত চাষে সমস্যা হবে না। এবার জেলাতে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। গতবার চাষ দেরিতে শুরু হওয়ায় ৩ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ হয়। এবার প্রথম থেকে বৃষ্টি বীজতলা তৈরি এবং চাষে বিঘ্ন ঘটেনি। জলাধারগুলিতে পর্যাপ্ত জল আছে। কাটোয়ার চাষি কার্তিক মেটে ভাগে এবং নিজের মিলিয়ে ৫ বিঘা জমি চাষ করবে। মজুরের অভাবে চাষ শেষ করতে পারেনি। কৃষি দপ্তরের হিসাব জেলাতে ৪০ শতাংশ চাষ হয়েছে।

এদিকে জেলাতে খেতমজুর আন্দোলন ২০০ টাকা ও ২ কেজি চালের দাবিতে শুরু হলে গ্রামের মাতব্বর তৃণমূল, বিজেপি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে একসঙ্গে ভাঙার চেষ্টা করছে। একদিনে তাঁদের রূপ চিনতে পারছে বলে খেতমজুরদের অভিযোগ। সেজন্য কোমর বেঁধে পাড়ার গরিব বিশেষ করে পাড়ার মহিলারা জোট বেঁধে প্রতিরোধ করে দাবি আদায় করছেন। খেতমজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক গণেশ চৌধুরী জানান, জেলা জুড়ে চলছে আন্দোলন। কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং করোনা আবহে খেতমজুররা খুবই কষ্টে আছে। খেতমজুররা শত্রু মিত্র চিনতে পেরেছেন।

দাবি ব্যাজ পরে প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২৭ জুলাই : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে দাবি ব্যাজ পরিধান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। জেলাজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় ব্যাজ পরে এই বিক্ষোভ জানানো হয়েছে। সিপিআই(এম) কর্মীরা দাবি ব্যাজ পরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন। উল্লেখ্য দাবি ছিল করোনা টেস্ট বৃদ্ধি ও বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি, ৬ মাসের জন্য প্রত্যেককে মাসে ১০ কেজি খাদ্যশস্য, আয়কর দেন না এমন সব পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা প্রদান, কর্মহীনদের বেকার ভাতা, ৩ মাসের ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মুকুব। এই দাবিতে জেলায় সর্বত্রই দাবি ব্যাজ পরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সিআইটিইউ-এর উদ্যোগে পরিযায়ীদের ডেপুটেশন গুসকরায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২১ জুলাই : গুসকরা পৌর এলাকার ১৬টি ওয়ার্ডে প্রায় দেড় শতাধিক পরিযায়ী শ্রমিক এই লকডাউনকালে খুবই অসহায় ও কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছেন। ঘূর্ণিঝড়ের পরে তাদের অনেকেরই চালাঘরের ছাউনি উড়ে গেছে। এই বৃষ্টির মধ্যে না পাচ্ছেন তাঁরা খাবারের ব্যবস্থা করতে, না পাচ্ছেন মাথার উপরে কোনো ত্রিপল-এর ছাউনি দিয়ে বৃষ্টি আটকাতে। ঘরে নেই খাবার, খুবই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। এইসব পরিযায়ী শ্রমিকদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করার দাবিতে প্রতিটি পরিবারকে মাথাপিছু ১০ কেজি চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দেওয়া, প্রতিটি পরিযায়ী শ্রমিক ও শ্রমজীবী পরিবারকে মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা দেওয়া, তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করা, ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের পৌরসভায় সঠিকভাবে তালিকা তৈরি করে অর্থ প্রদান করা প্রভৃতি দাবি নিয়ে সি.আই.টি.ইউ গুসকরা পূর্ব এরিয়া সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। গেটের বাইরে এই প্রতিবাদ পথসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা প্রশান্ত কর্মকার ও শিক্ষক নেতা সানোয়ার হাসান। পৌরসভার প্রশাসক উপস্থিত না থাকায় এক্সিকিউটিভ অফিসার আসমুলা খাতুনের সঙ্গে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনায় ছিলেন শ্রমিক নেতা জয়প্রকাশ রায়, রাজা মজুমদার, রতন বসু ও পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে তৌশিক পাল।

কালনায় দাবি ও সতর্কতা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ জুলাই : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আজ দাবি ও করোনা সতর্কতা দিবস পালিত হয়। লকডাউনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যাচ পরানো, বৈঠক সভা, দাবি ও সতর্কতা পত্র বিলি করা হয়। আনুখাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আড়বেলিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মহম্মদ শাহ, অশোক ঘোষ প্রমুখ। তাঁরা বলেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ছাড়াও পেট্রোল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, রেল, কয়লা ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। এতে পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দিয়ে গরিব মানুষকে বেকায়দায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই কোনোভাবেই বেসরকারিকরণ করা যাবে না। অপরিকল্পিত লকডাউনে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই ছয় মাসের জন্য মাসে প্রতিটি পরিবারকে ১০ কেজি খাদ্যশস্য, আয়কর না দেওয়া পরিবারগুলোকে মাসে ৭৫০০ টাকা ভাতা, তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল মুকুব করতে হবে। অন্যদিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী করোনা মোকাবিলা নিজে নিজেকেই করতে হবে। তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। এদিন এইরকম কর্মসূচি সংগঠিত হয় বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৭টি, আনুখালে ও পিন্ডিরা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি করে এবং কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২টি।

কাফিল খানের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদতাতা, ২৭ জুলাই : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে জেলা জুড়ে ডাঃ কাফিল খানের মুক্তির দাবিতে পথে নামে যাত্র-যুবরা। ভাগড়া বাজারে বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন শামিম মণ্ডল, বরুণ দত্ত, স্বরূপ ঘোষ প্রমুখ। বক্তারা ডাঃ কাফিল খানের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেন। তাঁরা বলেন, করোনা মোকাবিলায় মানুষ আতঙ্কিত এবং ঘরমুখী। কিন্তু বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার তার ধর্মীয় বিভেদমূলক প্রতিহিংসার রাজনীতি সচল রেখেছে। ভারতের জল-জমিন-আসমান পুঁজিপতিদের লুঠ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। এই অভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ চালাতে গিয়ে ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটানো হচ্ছে। দেশের সংবিধানের মূল ভিত্তিকে পদদলিত করে নাগরিকপঞ্জি ও নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হয়। এর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন ডাঃ কাফিল খান। যে কাফিল খান উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যু শয্যায় থাকা অসংখ্য শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আর তাঁকেই জাতীয় সুরক্ষা আইনে বিনা বিচারে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। করোনা বিপর্যয়ে মেহনতি মানুষের জীবন-যন্ত্রণায় তাদের পাশে না দাঁড়িয়ে বিরোধী স্বর দমন করা হচ্ছে। সেই তালিকায় যেমন কবি ভারভারা রাও আছেন, তেমনি সফুরা জারগার, গুলাফশা ফাতেমা প্রমুখও আছেন। আমাদের রাজ্যের শাসকদলের এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে সংখ্যালঘুদের দুধেল গাই হিসেবে ব্যবহার করে। তাই পুঁজিবাদের শোষণ সৃষ্ট মানুষের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে, দেশের সংবিধান স্বীকৃত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে বামপন্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

এদিন বর্ধমান শহরে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানানো হয়। কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ত শক্তির বর্বরতার নিন্দা করা হয় ও অবিলম্বে ডা. খানের মুক্তির দাবি জানানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহের শেষ দিনে কাঁকসার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মীরা পানাগড় গ্রামে ও হাসপাতালের পাশে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালালেন। এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় একাদশ স্থান প্রাপ্ত গ্রামের গর্ব পৌলমী রায়কে একটি গাছের চারা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয় এবং তার হাতেই প্রথম চারাটি রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের সভাপতি ডাঃ তাপস ভৌমিক, সম্পাদক তরুণ কিরণ চট্টোপাধ্যায় সহ সম্পাদক রমেশ মণ্ডল এবং রাজ্য কমিটির সদস্য রামপ্রণয় গাঙ্গুলী সহ কেন্দ্রের সদস্যগণ।

দুর্গাপুর, ইস্পাত নগরী, সিটি সেন্টার অম্বুজা আবাসন, আইটি ক্যাম্পাসের স্টাফ ক্লাব ও বিজ্ঞান সভার যৌথ উদ্যোগে, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া, আসানসোল ও কুলটি থেকে সহস্রাধিক চারা রোপণ ও বিলির খবর দেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলা সম্পাদক ও সভাপতি কল্লোল ঘোষ ও শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী।

ইস্পাত নগরীর ট্র্যাঙ্ক রোড রোটারি ও রানিঞ্জের গীর্জাপাড়া কর্মসূচিতে দুই বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় ও রুনু

—এরপর চারের পাতায়

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২০

প্রকাশিত হচ্ছে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।
নবীন-প্রবীণের নব সৃষ্টিতে এবারেও সেরা সম্ভারে।
১৫ আগস্ট-এর মধ্যে আপনার লেখা পাঠাতে পারেন। সরাসরি অথবা ই-মেলে। তবে হার্ডকপি অবশ্যই পাঠাবেন।
কপি রেখে লেখা পাঠান। প্রবন্ধ বা গল্প যেন ১৮০০ শব্দের বেশি না হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

২৭ জুলাই, ২০২০

চারদিকের আতঙ্কেই আমরা

মহামারীর প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি, নতুন ধরনের সংক্রমণের চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটাই অনিশ্চয়তায় ভরা। কবে পাওয়া যাবে সেই ওষুধ! সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী, গবেষক, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করছেন। অত্যন্ত কঠিন লড়াইয়ে নেমেছেন তাঁরা। চারপাশে সবার আন্তরিক সহযোগিতা যখন কাম্য, যখন জনস্বাস্থ্য রক্ষার লড়াই রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, মহামারী মোকাবিলায় অর্থ ও শক্তি নিয়ে রাষ্ট্রের যখন সবার পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য, তখন আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসন, আমাদের দেশের মোদি সরকার এবং আমাদের রাজ্যের শাসক তৃণমূল দল সকলে বিপরীত পথে হাঁটছে।

আমেরিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। মহামারীর জন্য চীনকে দায়ী করে, তারা সেই মর্মে প্রচার শুরু করে দিয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক লড়াই শুরু করে দিয়েছে তারা। মার্কিন চাপে ব্রিটেনের বরিস জনসনের প্রশাসন এই খেলায় আমেরিকার সঙ্গী হয়েছে। চীনের সংস্থার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা। আসলে ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্য হল চীন-বিরোধী জিগির তুলে নিজেদের ধসে পড়া অবস্থা থেকে নজর ঘোরানো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ লক্ষের বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এযাবৎ প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা আবহে সংক্রমণে ভারত বিশ্বে এক নম্বর হবার লক্ষ্যে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এই সময়েই মোদি সরকার দেশের অঙ্গরাজ্যগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিযান শুরু করেছে। দেশের অর্থনীতির চাকা থমকে রয়েছে, সেসব না ভেবে, স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি না করে লকডাউনে আমাদের অতি ব্যস্ততম প্রধানমন্ত্রী এখন ব্যস্ত মন্দির নির্মাণে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথা আর কী বলা যায়! এই রাজ্যে বেলাগাম মুনাফা লুটছে বেসরকারি হাসপাতাল। কেবিন ভাড়া দ্বিগুণ, রোগীপিছু দিনে ১ লিটার স্যানিটাইজার, কুড়ি জোড়া গ্লাভস। লক্ষ লক্ষ টাকার বিল। চিকিৎসা খরচ এরাজ্যেই সবচেয়ে বেশি। 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' প্রশাসনের হাল এমনই যে—রুগীকে রাস্তায় ফেলে চলে যায় অ্যাম্বুলেন্স চালক। এ যেন মহামারী নয়, চারদিকের পরিস্থিতি দেখে আতঙ্কেই আমরা ঘরবন্দি।

এক পাদপ্রদীপহীন ব্যক্তিত্ব

সুকৃতি ঘোষাল

২০২০ সাল বাংলার দুই মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কাল। বয়সে অগ্রজ হলেও বিদ্যাসাগরকে বাঙালি যতটা মনে রেখেছে, অক্ষয়কুমারকে ততটা রাখতে পারেনি, যদিও চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মোদ্যোগে উভয়ের মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। মুহম্মদ সাইদুল ইসলামের 'হিরন্ময় বন্ধতত্ত্ব : অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের কতটা সমৃদ্ধ করেছে তা আলোচিত হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধে বাংলা মুলুকে যুক্তিবাদী চিন্তাধারার বিকাশে অক্ষয়কুমার দত্তর অসামান্য অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার প্রয়াস করা হয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্তর মূল্যায়ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নূতন যুগের অবতারণা দেখিয়াছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ইউরোপীয় বিচার পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল।" কথাটা সত্যি কিন্তু 'ইউরোপীয় বিচার পদ্ধতি' বলতে রবীন্দ্রনাথ কী ইঙ্গিত করেছেন, উদ্ধৃতি থেকে সেটা স্পষ্ট হয় না। সেটা স্পষ্ট হয় এদেশে বস্তুবাদী দর্শনকে যিনি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়েছেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়নে। 'অক্ষয়কুমার দত্ত : বাংলায় বিজ্ঞান চেতনা' শীর্ষক লেখায় তিনি দেখিয়েছেন যে অক্ষয়কুমার দত্ত হলেন এমন একজন 'অ-বিজ্ঞানী' যিনি বিজ্ঞান চেতনা বিস্তারে পথিকৃৎ : 'কিন্তু বিজ্ঞান চেতনা বিস্তারে তিনি যদি প্রবলভাবে উঠে না দাঁড়াতেন, তাহলে ভারতে বিজ্ঞানের জমি তৈরি হত কি না সন্দেহ।' এ সন্দেহ অমূলক নয়। অক্ষয়কুমার দত্তর রচনার শিরোনামগুলিতে চোখ বোলালেই বোঝা যায় চিন্তাভাবনায় তাঁর ঝোঁক কোথায়। সেটা যৌক্তিক বস্তুবাদী পথ, যেটা রবীন্দ্রনাথ 'ইউরোপীয় বিচার পদ্ধতি' বলে উল্লেখ করেছেন। এই পথে অগ্রগমন সে যুগে দুরূহ নয়, দুঃসাহসিক ছিল। কিন্তু পথটা যে ভিন্ন সেটা তৎকালেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চার প্রধানতম মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করার সুবাদে তিনি তাঁর

বিচারবুদ্ধির প্রকাশ ঘটাতে থাকলে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একাধিকবার মতপার্থক্য হয়। ১৮৪৭ সালে রচনা নির্বাচনের জন্য 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' (আজকের দিনে Editorial Board) গঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসুর একটি বক্তৃতা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় না-ছাপার জন্য ক্ষুব্ধ দেবেন্দ্রনাথ 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে' বলে কটাক্ষ করেন। যদিও অক্ষয়কুমারের যোগ্যতার সুবাদেই তিনি সম্পাদকের পদে বৃত থাকেন। ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ও যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক অক্ষয়কুমারের পথ যে ভিন্ন সেটা দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন : "আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সাথে আমার কী সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্পর্ক।" দেবেন্দ্রনাথের মন্তব্যের শেষাংশ অক্ষয়কুমার দত্তর লেখা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' শিরোনাম থেকে নেওয়া।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর শাস্ত্র-নিমজ্জিত সমাজ সংস্কারে শাস্ত্রকেই হাতিয়ার করেছিলেন। এটা কৌশলগত অবস্থান নিশ্চয়ই এবং সে যুগে প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু তথাকথিত জড়প্রকৃতি নিয়ে কৌতূহল ও চর্চা ছাড়া যৌক্তিক বস্তুবাদী চিন্তার প্রসার অসম্ভব ছিল। আর এই কাজটা আজীবন কৃতিত্বের সঙ্গে করেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বস্তুবাদী অন্বেষণের একনিষ্ঠতা থেকেই মোক্ষবাসনাকে তিনি এক 'মানসিক' রোগ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক আছে সেই অন্তর্দৃষ্টি থেকেই তিনি নিঃসংশয়ভাবে বলতে পেরেছিলেন ধার্মিক ব্যক্তিও বিষপান করলে মারা যাবেন। পরলোক ও স্বর্গ নিয়ে যত ভাবনা তা যে কল্পনাসূত্রে প্রাপ্ত সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন। এটা বোঝা যায় যখন তিনি বস্তুজগতই যে কল্পনার উৎস সেই সত্যে উপনীত হতে চান। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' শীর্ষক রচনায় তিনি ইউরোপীয় (খ্রিস্টান), আরবীয় (ইসলাম) ও ভারতবর্ষীয় ঋষিদের স্বর্গকল্পনার মধ্যে এক বস্তুবাদী সাযুজ্য খুঁজে পান। সব-পেয়েছির-দেশ স্বর্গের উপাদানগুলি ভিন্ন হলেও, সে সম্প্রদায় ঐহিক জীবনে যে 'সমুদায় সামগ্রীকে সমধিক সুখকর জ্ঞান করিতেছেন, পরলোকও সেই সমস্ত বস্তু-পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন'। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে আরবীয়েরা উষ্ণদেশীয় তাই স্বর্গের নির্মাণে যে তারা তরুছায়া, পরিশুদ্ধ স্রোতস্বিনীর রূপকল্প ব্যবহার করেছে। পরিশ্রম বিযুক্ত প্রার্থনার যে কোনো ফলদায়ী শক্তি নেই এবং তাই প্রার্থনার

—এরপর চারের পাতায়

খনিজ আইন সংস্কার : নিলামে অরণ্যের অধিকার

মণিদীপা ব্যানার্জী

#BoycottcChina হ্যাশট্যাগ গুঁজে চিনের পণ্য বয়কট করার দাবি তুলে আর চিনের 'ম্যাপ' বদলের কড়া জবাব প্লে-স্টোরের 'অ্যাপ' ব্যান করে দিয়েই যারা ভাবছেন আমরা চিনের অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার পথচলা শুরু করেছি, তাঁদের ছোট্ট করে জানিয়ে রাখি এই গালওয়ান আর চিনের নাটকের মধ্যেই পূর্ব ভারতের বৃহত্তম আদিবাসী উচ্ছেদ হতে চলেছে। দেড়শো বছরেরও বেশি আগে ব্রিটিশ ভারতে, যে জঙ্গল রক্ষা করার জন্য একটা সময় অত্যাচারী জমিদার- জায়গিরদারদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সিধু-কানহু-বিরসা মুণ্ডা যে অরণ্যের অধিকার রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলেন, আমার দেশের সম্পদ সেই অরণ্যকেই আজ স্বাধীন ভারতে নির্দ্বিধায় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আর দিচ্ছে আমারই দেশের সরকার।

গত ১৮ জুন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাণিজ্যিক খনির জন্য ৪১টি কয়লা ব্লকের নিলাম উন্মুক্ত করেছিলেন। যদিও বাণিজ্যিক কয়লা খননকে ২০১৫ সালে এনডিএ সরকার অনুমোদন করেছে এবং এটির নিলাম পদ্ধতিটি ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটি এবছর ২০ মে রাজস্ব ভাগাভাগির ভিত্তিতে কয়লা ও লিগনাইট খনি বিক্রয় ও কয়লা সংযোগের মেয়াদ বৃদ্ধির পদ্ধতিটি অনুমোদন করেছে। সেই মোতাবেক খনিজ আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর মহামারি পরিস্থিতিতে রীতিমতো অর্ডিন্যান্স জারি করে সরকার কয়লা ব্লকগুলির জন্য বিশ্ব-দরপত্র দাবি করে দ্বি-পর্যায়ের বিড প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কয়লামন্ত্রক সম্ভাব্য দরদাতাদের সঙ্গে ২৫ জুন থেকে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে প্রাক-বিড সভা করবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হবে ১৮ আগস্ট। ভারতে নিবন্ধিত যে-কোনও সংস্থা কয়লা নিলামে অংশ নিতে পারবে এবং কয়লা বিক্রয় বা ব্যবহারে কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। মোদির সঙ্গেই ই-অকশনে সামিল ছিলেন টাটা সন্স-এর চেয়ারম্যান চন্দ্রশেখরণ, বেদান্ত গ্রুপের অনিল আগরওয়াল। আর খরিদ্দার হিসাবে ছুটে এসেছে টাটা, বেদান্ত, আদানি, জিন্দাল, হিন্ডালকো, ডেএসডব্লিউ থেকে বিএইচপি, রিও টিন্টো, বিলিটনপিবডির মতো বিদেশি কর্পোরেট গ্রুপ।

পাঁচটি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা এই ৪১টি কয়লা ব্লকের মোট ভূতাত্ত্বিক খনি রয়েছে ১৬,৯৭৯ মিলিয়ন টন এবং প্রায় ১২ লক্ষ হেক্টর জমির ওপর এটি বিস্তৃত যার অধিকাংশই বনভূমি। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৬ লক্ষ হেক্টর জমি 'নো গো' এরিয়ায় অর্থাৎ গভীর বনাঞ্চলের অন্তর্গত। 'নো গো' এলাকা মানে সেখানে আছে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, গভীর বনাঞ্চল, নানা ধরনের প্রাণী আর বিভিন্ন নদী-উপনদীদের অজস্র জলধারা। এর মধ্যে ১১টি মধ্যপ্রদেশ, ৯টি করে ব্লক ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং ঝাড়খণ্ডে আর তিনটি মহারাষ্ট্রে। ঝাড়খণ্ডের নয়টি কয়লা ব্লক ১০ জেলায় ৪৭.৫৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটারে বিস্তৃত। ঝাড়খণ্ডের ১০ জেলায় প্রায় ৩০-৩২টি গ্রাম স্থানান্তরিত করা দরকার। ঝাড়খণ্ডের কোলিয়ারি এলাকা থেকে অপরিকল্পিত খনি খাদানের জন্য বর্তমানে প্রায় ১ কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এখন বেশিরভাগ লোক যারা রিকশাচালক বা কুলি, তাদের অনেকেই নিজ নিজ জমি থেকে বাস্তুচ্যুত। এরপরে সংখ্যাটা নিঃসন্দেহে বাড়বে।

ওড়িশার নয়টি খনির আটটি আঙ্গুল জেলায় রয়েছে, যেখানে প্রায় ৩২,০০০ হেক্টর জমি খননের জন্য অধিগ্রহণ করতে হবে, যার ফলে আনুমানিক দশ হাজার পরিবার বাস্তুচ্যুত হতে পারে।

পরিবেশবিদদের আশঙ্কা এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের সর্বকালের বৃহত্তম বাস্তুচ্যুতি মহল হিসাবে পরিণত হতে পারে। এই জেলার ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষক। সেচ সুবিধা থাকায় এনারা বছরে দুটি ফসল পান। কিন্তু এলাকায় কয়লার ধুলো সমস্ত জলাশয় এবং বায়ুকে দূষিত করছে। তালচের অঞ্চলে কয়লা খননের কারণে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অনুযায়ী অঙ্গুলি জেলা ইতিমধ্যে রাজ্যের সবচেয়ে দূষিত অঞ্চলগুলির অন্যতম। কয়লা উত্তোলনের কারণে জেলায় ইতিমধ্যে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ক্যান্সার এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ রয়েছে। এই কয়লা ব্লকের নিলাম কেবলমাত্র একসঙ্গে হাজার হাজার পরিবারের জীবনকে ধ্বংসই করবে না, ওই অঞ্চলের বন্যজীবনকে বিপদে ফেলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করবে। এই ৮টি ব্লক খনন করা হয়ে গেলে আঙ্গুলে বাস করা কোনও দুঃস্বপ্নের অভিজ্ঞতার চেয়ে কম কিছু হবে না।

ছত্তিশগড়ের লেদেড়ু এলিফ্যান্ট রিজার্ভের ১৭০,০০০ হেক্টর জুড়ে বিস্তৃত হাঁসদেও আরান্দ বনাঞ্চল ধ্বংস করবে এই নিলাম। হাঁসদেও বনাঞ্চল আর মাণ্ড নদীর ধারে বুনো হাতিদের এতই আনাগোনা যে মাঝে মাঝেই মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষ লাগে। হাতি-মানুষ সংঘর্ষ এড়াতে ছত্তিশগড় সরকার হাসদেও বনাঞ্চলের ১৯৯৫ স্কোয়ার কিলোমিটার জমি যুক্ত করেছে লেরমু হাতি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে, অথচ ওই এলাকায় ৪১টি ব্লকের মধ্যে অন্যতম।

এই কয়লা ব্লকগুলিতে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ গাছ রয়েছে। খনিটি কেবলমাত্র হাঁসদেও নদীকেই দূষিত করবে না, এই খননটি হাঁসদেও আরান্দ এবং এর ভিতরের অঞ্চলে অবস্থিত হাতিদের বাস্তুচ্যুত করে তাদের চলাচলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি একেবারে ধ্বংস করে দেবে।

মহারাষ্ট্রে বান্দর ও মার্কি মঙ্গলি-২ কয়লা ব্লক নিলামের বিরুদ্ধে রাজ্য আপত্তি তুলেছে। বান্দর কয়লা ব্লক একটি বাঘ করিডোরের চূড়ায় পড়ে এবং ঘন বনাঞ্চলের কারণে মার্কি মঙ্গলি-২টিকে 'নো-গো' এরিয়া হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশেও ৩টি কয়লা ব্লক মার্কি, বারকা এবং বাঁধা 'নো গো' অঞ্চলে। এমনকি মারওয়াতোলা ব্লকটি বাঘের করিডোরে অবস্থিত হয়েও 'ইনভায়োলেট' হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় নিলামে। মধ্য প্রদেশের নরসিংহপুরের গোটিটরিয়া পূর্ব কয়লা ব্লক ৮০ শতাংশ বন এবং এটি সিতেরেভা নদীর জল নিষ্কাশনের কাজ করে। এই নিলামের ফলে যেখানে বাস্তুতন্ত্র ব্যাপক মাত্রায় বিঘ্নিত হবে।

গভীর অরণ্যের গাছ কেটে, আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে দেশের জাতীয় সম্পদ তুলে দেওয়া যাবে না লোভী ক্ষুধার্ত নিজের পছন্দসই কর্পোরেটদের হাতে। কয়লা ব্লকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নদীর সান্নিধ্যে হয় ঘন জঙ্গলের মধ্যে অথবা ঘন জনবহুল অঞ্চলে। এগুলি যদি বাণিজ্যিক খনির জন্য উন্মুক্ত করা হয়, তবে এটি পরিবেশগত অবক্ষয়, বিস্তৃত স্থানচ্যুতকরণ এবং জলাশয়গুলির ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এই জাতীয় সম্পদ লুঠ করার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে গেছেন।

ছত্তিশগড়ের বনমন্ত্রী মোহাম্মদ আকবর খনি নিলামের বিরোধিতা করে চিঠি লিখেছেন।

হাঁসদেও আরান্দে পড়া গ্রামগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে বাণিজ্যিক খনির জন্য এই অঞ্চলে পাঁচটি কয়লা ব্লকের নিলাম বন্ধ করতে বলেছে কারণ এটি তাদের জীবিকা ও সংস্কৃতিতে বাধা সৃষ্টি করবে।

বান্দরা কয়লা ব্লক খোলার বিপদগুলির দিকে ইঙ্গিত করে মহারাষ্ট্রের পরিবেশমন্ত্রী আদিত্য ঠাকরে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

ছোটগল্প

ব্যারিকেড

কাকলি ঘোষ

—জাহির হাত চালিয়ে আজকের মধ্যে রডগুলো কাটিং করে নিতে হবে কিন্তু। কালকে ব্যান্ড ঢালাই হবে। কালকে দশ ঘন্টার কাজ। হেড মিস্ত্রি তাড়া দেয়।

—এই যে চাচা, অনেকটাই করে ফেলেছি। আর হাফ বান্ডিল আছে। জাহির উত্তর দেয়।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। বাতাসে আগুনের হলকা। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে চারিদিক ঠা-ঠা করছে। পোড়ো জমিটার পাঁচিলটার ওপর একটা কাক তখন থেকে কা কা করে ডেকে চলেছে। জাহির দুবার হুশ হুশ করল। কিন্তু কাকটা গেলই না। হতাশ জাহির ভাবল কাকটার ওরই মতো পানির টান ধরেছে। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে জাহিরের। জাহির ভাবে, এক গ্লাস পানি পেলে হতো। তেষ্টায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু পানি খেতে গেলে আবার উঠতে হবে। পানি, খাবার সব নিচে বাঁশে ঝোলানো আছে। দেখে, কার্তিক নিচে নামছে। বোধহয় বিড়ি ফুরিয়ে গেছে। তাই আনতে যাচ্ছে।

—কার্তিক, আমার পানির বোতলটা আসার সময় নিয়ে এসো না।

—মাস্টার ভাই, জল খেয়ে আর কী করবে বিড়ি খাও।

—সব পয়সা বিড়িতে ফুঁকে দিলে খাবই কী কী আর বাড়িতেই বা পাঠাব কী?

—মাস্টারভাই, রোজ তো আলু চোখা আর ভাত খাও। একটু মাংস টাংস মাঝে মাঝে খাও নাহলে খাটবে কোত্থেকে। জাহিরের মোবাইলটা বেজে ওঠে। ওপারে নাদিমের গলা—আব্বু, তুমি কবে আসবে আব্বু?

—যাব, বেটা যাব। তোমার জন্য লাল রংয়ের বাস নিয়ে যাব। নাদিমের আকুল স্বরে বুকটা হু-হু করে ওঠে জাহিরের। আজ একমাস হলো সে বাড়িছাড়া। ফেলে এসেছে তাদের ছোট্ট গ্রাম এককালপুর। তার প্রিয় খিড়কির পুকুরটা আর তার পাড়ে আমগাছটা। এখন নিশ্চয়ই আমগাছটা ফলে ভরে উঠেছে। আফসানা এখন কী করছে? এখন নিশ্চয়ই রান্না-বাড়া সারা হয়ে গেছে। গোসল ঘরে গোসল করছে। আম্মি হয়তো এখন পাড়ায় একটু বেড়াতে গেছেন। নাদিম হয়তো এখন লাল রংয়ের বাসের জন্য পা ছড়িয়ে কাঁদছে। আফসানা কী ওকে বায়না করছে বলে শাসন করল? না না আফসানা খুব শান্ত ধীরে স্থির মেয়ে। ও হয়তো এখন নাদিমকে ভোলাচ্ছে।

—মাস্টার ভাই, এই নাও তোমার জল। কার্তিকের ডাকে সম্বিত ফিরে পায় জাহির। ঢক ঢক করে পুরো জলটা খেয়ে বোতল খালি করে দেয়।

—যাঃ পানি শেষ হয়ে গেল যে।

—চিন্তা নেই আমার বোতলে জল আছে। কার্তিক বলে।

—লকডাউন তো তুলল কিন্তু আমাদের পেটের ভাতের জোগাড়ের কোনো সুরাহা হলো? তুমি কী বল মাস্টারভাই?

—কী বলব কার্তিক? লকডাউন তোমাদের মতো আমারও রুটি-রুজি কেড়ে নিয়েছে। কী করে যে দিন কাটাচ্ছি। বাড়ির লোকের এই পনেরো হাজার টাকায় পাঁচজনের চলে? তার মধ্যে আম্মির ওষুধ আছে। ছোট ভাইটা এবার উচ্চমাধ্যমিক দেবে, ওর পড়ার খরচই তো কত?

—করোনা এসে আমাদের ভিটে, মাটি, রুটি, রুজি সবই কেড়ে নিল।

—বলে রেশন দিচ্ছে। কোথায়? মাথাপিছু পাঁচশো করে চাল দিচ্ছে তাতে এক সপ্তাহ চলে?

—সব ব্ল্যাকে বিক্রি করছে গো মাস্টারভাই। চল দুপুরের খাবারের সময় হলো। হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

—হ্যাঁ। আজ তো আবার জুম্মাবার। আমি নামাজটা একটু সেরে নিই।

—হ্যাঁ, মাস্টারভাই সেরে নাও।

জাহির ভাবে ছোটবেলা থেকে আব্বুর তালিম, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া। সে ইমাম বাড়ির ছেলে। আব্বু যখন বেঁচে ছিলেন তাদের অবস্থা তখন মোটামুটি ছিল। তারা তিন ভাই। সে মেজ ছেলে। তার পড়াশোনায় বড় আগ্রহ ছিল বলে আব্বু কষ্ট করেও তাকে পড়িয়েছেন। আব্বু মাটি নেবার পর বড় ভাই ইমাম হলো। মসজিদের জমি ওই পেল। ওদের জমিজমা যেটুকু ছিল ভাগ হয়ে গেল। তাদের যা ভাগে পড়ল তাতে সংসার চলে না। আম্মি বড় ভাইয়ের সংসারে থাকতে চাইলেন না। ছোটভাইকে নিয়ে চলে এলেন। ছেলে বউ নিয়ে তখন না খাবার জোগাড়। মধ্যবিত্ত পরিবার। চাকরির উমেদারি ছাড়া কী আর পাবে? কোথায় চাকরি? জাহির ইংরেজি অনার্স পাশ করে দূর শিক্ষণ পাঠক্রমে এম.এ করেছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে পাশও করেছে। কিন্তু কোথায় চাকরি? সব নিয়োগ বন্ধ। পেটের ভাত তো জোগাড় করতে হবে। বাধ্য হয়ে গ্রামে ছাত্র পড়ানো শুরু করলো। যা রোজগার হতো আম্মি, ছোটভাই, ছেলে আর বউকে নিয়ে পাঁচজনের সংসার চলে যেত। তারপর এল সেই দুর্দিন। করোনার করাল থাবা গ্রাস করলো সকলের মতো তার সংসারকেও। লকডাউন ঘোষণা হয়ে গেল। সব বন্ধ। টিউশনির ব্যাচও বন্ধ হয়ে গেল। তিন মাস সব বন্ধ। টিউশনির কটা টাকায় সংসার চলত। লকডাউনে তাও বন্ধ হয়ে গেল। দুই-আড়াই মাস জমানো টাকায় কোনোরকমে চলল। লকডাউন উঠল। কিন্তু কাজ কোথায়? লোকের পেটে ভাত নেই মাস্টার রাখবে কোত্থেকে। কোনোদিন হাঁড়ি চড়ে, কোনোদিন চড়ে না। এক-আধদিন ভাতের ফ্যানও জোটেনি আফসানা আর আম্মির। গ্রামে ত্রাণ এসেছিল। কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে ত্রাণের লাইনে দাঁড়াতে পারেনি। বাড়িতে ছেলের দুধ নেই। একটা দুধের কৌটোর কত দাম! কোথায় পাবে সে টাকা। আফসানা টানাটানির সংসারে অত্যন্ত খিটখিটে হয়ে যায়। সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে। ঘরে চাল নেই, নাদিমের দুধ নেই, আফসানা চিৎকার করতে থাকে—কেন জন্ম দিয়েছো ছেলের? ছেলের খাবার দিতে পার না। সেদিন নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি জাহির। হাত উঠে গেছিল আফসানার ওপর। সেদিন আফসানা গলায় দড়ি দিতে যায়। তখনই জাহির ঠিক করে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে। যে কোনো কাজ করবে। কী হবে ঠুনকো সম্মান নিয়ে? যে দেশে একজন শিক্ষকের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার কোনো রাস্তা নেই সেই দেশে পথেই নামতে হবে। জীবনের জটিল আবর্ত তাকে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে সে দিকেই যাবে। অবশেষে গ্রামের রফিক চাচার হাত ধরে এই ধানবাদে। সে এখন রাজমিস্ত্রিদের জোগাড়ে। সবাই তাকে মাস্টারভাই বলে। রফিক চাচা ছাড়া গ্রামের কেউ জানেও না সে রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ের কাজ করে। কোথায় তার সেই মধ্যবিত্তের স্বপ্ন?

—মাস্টার, রফিক চাচার ডাকে সম্বিত ফিরে পায় জাহির।

—তোমার মজুরিটা নাও। হেড মিস্ত্রি আজ আসতে পারেনি। আমার হাতেই সবার মজুরি দিয়ে গেছে।

মজুরির টাকাটা গুনে নেয় জাহির। এক সপ্তাহের রোজ তিন হাজার টাকা। কালই আফসানাকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এখন আফসানা কী করছে কে জানে? নাদিম কি ওকে খুব জ্বালাচ্ছে? নাদিম কি পড়তে বসেছে? চার বছরের নাদিম রোজ সন্ধ্যায় তার কাছে পড়ত। এখন কি আফসানার কাছে পড়ছে?

বেলা পড়ে এসেছে। ওরা স্নান সেরে নেয়। রফিক, কার্তিক, জাহির ওদের ডেরার পথ ধরে। এবার রাতের রান্না হবে তারপর খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম। জাহির অবশ্য খাওয়া দাওয়া করে কাগজ পড়ে। পড়ে সবাইকে শোনায়।

রাতে খেতে খেতে কার্তিক কথাটা তোলে—জাহিরভাই, কাল থেকে কামিনরা কেউ কাজে আসবে না। আর একটা কথা শুনলাম, আমাদের অনেককে ছাঁটাই করবে। কম মজুরিতে অন্য জায়গা থেকে মজুর আনবে।

—সে কি রে?

—হ্যাঁ, জাহির ভাই, নতুন যে ম্যানেজারবাবু এসেছে সে ঝরিয়াকে মজুরি কম দিয়েছিল। ও বলাতে ওকে খারাপ ভাষা বলেছে, ওর শাড়ি ধরে টেনেছে।

—এতো অত্যন্ত অন্যায়। মজুরি কম দেবে প্রতিবাদ করলে আবার গায়ে হাত দেবে? কামিনারা কাজ করবে না। আমরাও কাজে যোগ দেব না, জাহির বলে।

—কিন্তু মাস্টার, মজুরি কাটা গেলে খাবই বা কী আর বাড়িতেই বা পাঠাব কী? তারপর যদি আমাদেরও ছাঁটাই করে দেয় তখন কী করব? রফিক বলে।

—চাচা, তুমি ভুল করছো। আজ ওদের পেটে লাথ মেরেছে কাল আমাদের পেটে মারবে। এখন থেকেই রুখে দাঁড়াতে হবে।

—কাল আমরা যাব। ম্যানেজারবাবুকে ঘেরাও করব। যতক্ষণ না ঝরিয়ার পুরো মজুরি দিচ্ছে ওর কাছে ক্ষমা চাইছে ততক্ষণ আমরা কাজে যোগ দেব না। জাহির বলে।

জাহির মনে মনে ভাবে সে তো মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সেখানে সবসময় তাদের সম্মান হারানোর ভয়, নিরাপত্তা হারানোর ভয় তাড়া করে ফিরত। কিন্তু যে সম্মান তারা আঁকড়ে ধরে বাঁচার চেষ্টা করে সে তো ঠুনকো সম্মান। গায়ে কাপড় নেই মাথায় ঘোমটার মতো ব্যাপার। সে অনেক ভেবেছে। তাদের জীবনে কোনো নিশ্চয়তা নেই। মধ্যবিত্ত জীবনের সুরক্ষাও নেই। আজ আছে কেবল অনিশ্চয়তা আর শূন্যতা। কিন্তু আজ সেই শূন্যতাকে মুছে ফেলতে হলে তাকে একজন সাচ্চা মজদুর হতে হবে। মাথার ঘাম পায়ে ঝরাতে হবে। এক অনিশ্চয়তা থেকে আর এক অনিশ্চয়তায় গা ভাসালে চলবে না। তাকে লড়তে হবে। এই সব অসংগঠিত মজুরদের নিজেদের স্বার্থে সংগঠিত করতে হবে। জাহির ফোনে ফোনে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করে। আজ রাতের মতো তিরিশজনকে আগামী কালের বিক্ষোভের কর্মসূচির কথা জানাতে হবে।

—এরপর চারের পাতায়

একদিন

মলয় রায়

সবার সুখ চেয়ে
বেঁচে বর্তে থাকা।
ডাল ভাত খেয়ে
জয়ের ছবি আঁকা।।

তা নয় কো ছাইপাঁশ
কোথা থেকে কীভাবে
করোনা ভাইরাস।
এদেশে হত্যাকারী
দুর্গন্ধ বাইপাস।।

ছেলে ভুললো
অংক ভূগোল
বাপ হারালো
রুটি রুজি।
লক ডাউনে
পাঁচ গোল
মানুষ ভাঙল
আপন পুঁজি।।

তবুও যে স্বপ্ন দেখি
লক্ষ্য ব্রিগেড
ভর্তি মানুষ ফের।
চলছে মেলা
গরম পাঁপড়
উড়ছে ফানুষ ঢের।।

পরিযায়ী কাজিয়ে
ফের পাবে কাজ।
গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবে
মানুষের রাজ।

আত্মীয় দাঁড়াবে ফের
আত্মীয়র পাশে।
সামাজিক দূরত্ব নেই
সবুজ রং মাখা ঘাসে।।

সম্পর্ক

অরবিন্দ সরকার

কখনো কথা বলতে ভালো লাগে
কখনো চুপচাপ থাকতে ভালো লাগে
কথার কী প্রয়োজন নীরবে কত কথা হয়

গাছ কথা বলে না
আকাশ কথা বলে না

তবুও তাদের সঙ্গে কত কথা হয়
অথচ আমরা প্রয়োজন ছাড়াই
নিজেদের মধ্যে কত সময়ে সংঘর্ষে মেতে থাকি।
আমরা যদি তাদের মত নীরবে কথা বলি
তাতেও কাজের সুরাহা হবে
মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে
তাদের মধ্যে আমরা নতুনের গান শুনতে পাই।

বর্ষাকালীন

মনামী ঘোষ

আমি তো তোমায় মুঠো ভরে দেবো বলে
কত কত আলো জমিয়ে রেখেছি চোখে
বাঁশবাগানের মাথায় আঁধার হলে
আলো ঢেকে গেল ঘনঘোর দুর্যোগে

তারপরে ওই আলপথে ফিরে যাই
রাস্তা চেনাও আজ বড় দুষ্কর
ডুবে গেছে সব পায়ের তলার ঠাঁই
এই বর্ষণে ভেসে গেছে কাঁচাঘর

বৃষ্টির তোড়ে জীর্ণ ছাতার নিচে
বানভাসি বুকে দিশাহারা মাঝখানে
একলা দাঁড়িয়ে একসা হচ্ছি ভিজে
দুইপা ফেলার ডাঙা পাই কোনখানে!

এ সময়ের ডাক

অরুণ মজুমদার

রোগ ব্যাধির প্রকোপ হলে
ছোঁয়াছুই বারণ ছিল।
ছোটবেলা থেকে এভাবেই একটা
অচলায়তন তৈরি হয়েছিল মনের অজান্তে।
প্রাজ্ঞ মানুষদের গোচরে এসে
সে দূরত্ব ক্রমশ পিছু হটেছিল।
সব মানুষই এই সমাজের
কোন ভেদাভেদ নেই।

কেন্দ্রের এবার আর.এস.এস-এর
প্রকাণ্ড এক মহাবধির দল
রোগ সংক্রমণে শারীরিক
দূরত্ব বজায় রাখার বদলে
বলছে সামাজিক দূরত্বের কথা।
রোগ পালাবে কোন এক সময়।
আবারো কি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
শুদ্র এই সমাজে দৃঢ়বদ্ধ শিকড়
গাড়বে গভীরে!
সতর্ক থাকুন, এই দুঃসময়ে
শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন।
দৃঢ় হোক মানসিক মৈত্রী,
সামাজিক বন্ধন।

সিপিআই(এম) পশ্চিম মেমারি-১-এর প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৪ জুলাই : সিপিআই(এম) পশ্চিম মেমারি-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মেমারি চকদিঘি মোড় ও বামুনপাড়া মোড়ে রাজ্য সরকারের করোনা পরিস্থিতির ব্যর্থতা ও কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

নিলামে অরণ্যের অধিকার

—*দ্বিতীয় পাতার পর*

জাভড়েকরের কাছে চিঠি দিয়েছেন।

কয়লা ব্লক নিলামের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রায়ত্ত কোল ইন্ডিয়ার বেসরকারিকরণ রুখতে, গত ২ জুলাই থেকে ৪ জুলাই টানা তিন দিন ধর্মঘট ডেকেছিল কয়লা ক্ষেত্রের সবকটি ট্রেড ইউনিয়ন একসঙ্গে। এমনকি তাতে যোগ দিয়েছিল আর.এস.এস-অনুমোদিত ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)।

অরণ্য বাঁচাতে ধর্মঘটে সামিল 'ভূমি অধিকার আন্দোলন মঞ্চ'। প্রফুল্ল সামন্ত, দয়ামণি বারলা, মেধা পাটকর, আনন্দ মাজগাঁওকার, স্বাতী দেশাই, কৃষ্ণকান্ত পার্থর মতো বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও পরিবেশবিদদের স্বাক্ষরিত এন.এ.পি.এম বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে লাভজনক উপার্জনকারী দেশি-বিদেশি কর্পোরেট খনির সত্তাগুলিতে এই অঞ্চলগুলি উন্মুক্ত করা অপরিবর্তনীয়ভাবে প্রাচীন বনভূমিগুলিকে বিপদগ্রস্ত করবে, একটি বড় অংশের আবাসকে ধ্বংস করবে।

জঙ্গল মানে শুধু অরণ্যকের শাল-পিয়ালের অপরূপ সৌন্দর্য নয় বা আগন্তুকের মমতাশঙ্করের ধামসা মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্য নয় বা বেতলা নেতারহাটে জঙ্গল সাফারি নয়।

জঙ্গল মানে আত্মরক্ষার অধিকার। জঙ্গল মানে সম্পদের অধিকার। জঙ্গল মানে তোমার খাবার কেউ কেড়ে খেলে পাল্টা ঝাঁপিয়ে ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার। আর সেই অধিকার আমার দেশের সাঁওতাল কোল মুণ্ডা গোন্ড ওঁরাওরা ছেড়ে দেননি। তাঁরা এখনও লড়ছেন নিজের দেশের সম্পদকে রক্ষার জন্য, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।

একটা সময় সিধু-কানহুর মাথার দাম ব্রিটিশরা রেখেছিল দশ হাজার টাকা। সিধু কানহু রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, শহিদ হয়েছিলেন, কিন্তু অধিকার ছাড়েননি।

নাহ্, আমাদের এখনও তাকিয়ে দেখার সময় হয়নি। আমরা এখনও চিৎকার করিনি। আমরা কেরলের হাতির দুঃখে কেঁদে উঠেছি অথচ ছত্তিশগড়ের হাঁসদেও জঙ্গলের হাতিদের খবরও রাখিনি! আমরা যারা জানি না তারা গালওয়ানে সিয়োক নদীর ধারে বা টিকটক আথবা ইউ ক্যাম ব্যানের তর্কাতর্কিতে ব্যস্ত, আর যারা জানি তারা চুপ!

—লেখিকা কাটোয়া কোর্টের আইনজীবী

এক পাদপ্রদীপহীন ব্যক্তিত্ব

—*দুয়ের পাতার পর*

গাণিতিক মান শূন্য ধরতে হবে, এসত্য রীতিমতো বীজগাণিতিক সমীকরণ করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সে যুগে কেন, এ যুগেও, এরকম প্রত্যয়ী সমীকরণ দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের মতোই অক্ষয়কুমার দত্ত জনশিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশের 'মঙ্গলোন্নতি' অসম্ভব বলে মনে করতেন। আর স্ত্রীশিক্ষাকে ব্রাত্য করে জনশিক্ষার প্রসার যে একপেশে পরিকল্পনা, একথাটাও অক্ষয়কুমার জোর দিয়ে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি : "যদি কখন এ দেশীয় সমুদায় পুরুষ বিদ্বান ও পূণ্যশীল হয়েন (যাহা অতি দুঃসাধ্য) তথাপি ভারতবর্ষের সদবস্থার সম্ভাবনা নাই।" লক্ষণীয়, বিদ্বান অর্থাৎ শিক্ষিত মানেই সদগুণসম্পন্ন, এটা অক্ষয়কুমার যথার্থই মনে করতেন না।

কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমেই চেতনার উন্মেষ হয়, আর শিক্ষার বাহন হল ভাষা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো ভাষার ওপর জোর দেওয়া উচিত, তা নিয়ে সে সময় বহু বিতর্ক ছিল। প্রাচীনপন্থীরা যেমন সংস্কৃতচর্চার ওপর জোর দিতেন, ব্রিটিশঘনিষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় ইংরেজি চর্চাকেই অগ্রাধিকার দিতেন। সঙ্গত কারণেই বিদ্যাসাগর মাতৃভাষার ওপর জোর দিয়েও, পাশ্চাত্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ হবার পথ সুগম করতে ইংরেজিশিক্ষাকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন, এমনকী সংস্কৃত কলেজে। 'শিক্ষাদান ও পাঠ্য বিষয় নিরূপণ' প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার এ বিষয়ে যে কথাটি বলেছেন, আজও তা সর্বাংশে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন, 'ভাষা শিক্ষা প্রকৃতজ্ঞান শিক্ষা নহে, জ্ঞানশিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ'। শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা, চিরকাল 'দ্বারদেশে দণ্ডায়মান' থাকা। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সম্পদ আহরণের প্রয়োজনে স্থান-কাল সুযোগ অনুযায়ী ভাষাশিক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। এমন একজন মনীষীর জন্মের দুশো বছর কেটে গেল প্রায় নিঃশব্দে। বাঙালি আত্মবিস্মৃতিতে এ এক নতুন সংযোজন।

বরকা হাঁসদার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৫ জুলাই : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভেদিয়া দিগরে ডাঙ্গা আদিবাসী পাড়ার বরকা হাঁসদা-র গতকাল জীবনাবসান হয়েছে। তিনি সিপিআই(এম) ভেদিয়া ৪ নং শাখার পার্টি সদস্য ছিলেন। আশির দশকে কৃষক আন্দোলনে খেতমজুর আন্দোলনে তিনি যোগ্যতার সাথে কাজ করেছেন। অজয় নদীর ধারের গ্রামগুলির আদিবাসী পাড়ায় খেতমজুর আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজে নিজে প্রতিবন্ধী থাকা সত্ত্বেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এদিন তাঁর মৃত্যুর খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সিপিআই(এম) নেতা রাজেন্দ্র ধীবর, সৌমিত্র চক্রবর্তী ও সাগর যশ সহ অন্যান্যরা তাঁর দিগরে ডাঙ্গা বাড়িতে গিয়ে মরদেহে রক্ত পতাকা মুড়ে দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানান। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে।

লক্ষ্মণ বাগ্দীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২১ জুলাই : সিপিআই(এম) গলসী ২নং এরিয়া কমিটির ইড়কোনা শাখার পার্টিসদস্য লক্ষ্মণ বাগ্দীর প্রয়াণে গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। পার্টির পক্ষে লাল পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন সাইফুল হক, হারাধন বাগ্দী সহ অন্যান্য সদস্যগণ এবং গ্রামবাসীগণ। দলের জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন।

বৃক্ষরোপণ

—*প্রথম পাতার পর*

দত্ত উপস্থিত থেকে জনবিজ্ঞান কর্মী ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন।

পূর্ব বর্ধমানের যাটিনন্দী হাইস্কুল, গুসকরা ও গলসী ২নং ব্লকের বাঁকা তীরবর্তী কুমারপুর গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের বিভিন্ন কেন্দ্রের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে আয়োজিত হয়। প্রধান শিক্ষক মানব যশ, অধ্যাপিকা পিয়ালী প্রামাণিক সহ অভিভাবকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য যে প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই কোভিড-১৯ মেকাবিলায় সরকারি কুসংস্কারের বিজ্ঞান সংস্কৃতির দুই দিশারী, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তর দুশোতম জন্মবার্ষিকীতে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

ব্যারিকেড

—*তিনের পাতার পর*

দুই.

আজ সকাল থেকেই গুমোট। রোদ ওঠেনি কিন্তু মেঘ করে আছে। রফিক, জাহির, কার্তিক, সদানন্দ, মুজিবর সবাই নির্মাণের জায়গায় জমায়েত হয়েছে। কামিনারা ম্যানেজারবাবুকে ঘিরে ধরেছে। জাহির সবাইকে বলছে যতক্ষণ না ম্যানেজারবাবু ক্ষমা চাইছে ততক্ষণ কেউ কাজে যোগ দেবে না। অবস্থাটা খুব থমথমে। জাহিরের এই ভূমিকা রফিককে অবাক করে। গ্রামে জাহির কোনো ব্যাপারে থাকত না। নিজের টিউশন, বাড়ি, ছেলে-বউ নিয়েই বরং ব্যস্ত থাকত। সেই জাহির আজ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পেটের টানই পারে মানুষকে বদলাতে।

ম্যানেজার জাহিরকে আলাদা করে কথা বলার জন্য ডাকে। জাহির ভাবে কোনো নতুন চাল চালছে নাকি মালিকপক্ষ। নিজেকে আরও সংযত করে জাহির। ভেতরে ঢুকে দেখে ছোট ঘরটার মধ্যে একটা ছোট টেবিল আর তিনটে চেয়ার। টেবিলের উল্টো দিকের দুটো চেয়ারে ম্যানেজার আর মালিক বসে। জাহিরকে বসতে বলে। জাহির ওদের দেখে চোয়াল শক্ত করে।

—আরে জাহির ভাই, বসুন বসুন। ম্যানেজার একমুখ হেসে বলে। নিন একটা সিগারেট ধরান। সিগারেটটা এগিয়ে দেয়। একটু ধোঁয়া না হলে কী আলোচনা জমে?

জাহির ছোট করে বলে—না, ধন্যবাদ।

—জাহির ভাই, আপনি তো পড়ালেখা করা লোক আছেন। খামোকা এসব ঝুট ঝামেলায় আছেন কেন? আপনাকে আমাদের এই সাইটের সুপারভাইজার করে দেব। ত্রিশ হাজার টাকা তঙ্খা। আপনার কোনো চিন্তা থাকবে না। দেশ থেকে বাল-বাচ্চা ভী নিয়ে আসতে পারবেন। মালিক বলে।

—দেখুন, এসব ছেঁদো কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না।

—আপনাকে ভোলাচ্ছি না। ভেবে দেখুন আপনাকে কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান। আমরা খবর পেয়েছি আপনি সবাইকে একজোট করেছেন। আপনাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি আপনি আজই গ্রামে ফিরে যান। আপনি চলে গেলেই আন্দোলন থেমে যাবে। আমরা আবার কাজ শুরু করব। আর যদি না শোনেন তার ব্যবস্থাও আছে। ম্যানেজার কথাটা তোলে।

জাহির একবার ভাবে টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে গেলে সে হয়তো বেঁচে যাবে। কিন্তু এতগুলো লোকের রুটি-রুজির লড়াই তার কী হবে? একজন মহিলার অসম্মান, সে যদি তার নিজের মা বা বোন হতো তাহলে? না না তাহলে নিজেকে বড়ো ছোট করা হবে। ইমান সে বেচবে না। কিন্তু এতগুলো টাকা। আবার ভাবে সে তো নেতা ছিল না। পরিস্থিতি তার হাতে নেতৃত্ব দিয়েছে। এখন সে নিজের সুবিধার জন্য পিছিয়ে যাবে? কিন্তু পিছিয়ে গিয়ে কী পাবে সে? কিছু টাকা। কয়েকদিনের নিশ্চয়তা। কিন্তু তারপর, তারপর তো আবার সেই অনিশ্চয়তা, শোষণ, বঞ্চনা। সে হয়ত সব শোষণের সব বঞ্চনার অবসান করতে পারবে না কিন্তু কোথাও তো সে রেখে যেতে পারবে প্রতিবাদের, প্রতিরোধের একটি রক্ত বিন্দু।

জাহির চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। বলে—আপনাদের প্রস্তাব আমি মানছি না। আমরা আমাদের আন্দোলন থেকে এক পাও সরছি না। আর আমাদের এই অবস্থানের মাঝখানে যদি আপনারা অন্য কোথাও থেকে শ্রমিক আনেন এবং তাদের কম মজুরি দেন তাহলে আমাদেরও প্রতিরোধ সেই জায়গায় পৌঁছাবে।

জাহির ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রফিক দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাহির বাইরে বোরোতেই ওকে জড়িয়ে ধরে।

—সাবাশ বেটা। আমি আজ অন্য জাহিরকে দেখলাম। আমাদের গ্রামের সেই লাজুক, একলামের জাহির আর নেই। এ যেন এক জন্মান্তরের জাহির। আজ নতুন জাহিরকে পেলাম। আমরা সবাই তোমার সাথে আছি ভাই। আমরা পারব। আমরাই জিতব।

গোধূলির শেষ আলো মুছে গিয়ে তখন সন্ধ্যা নামছে। ওরা পায়ে পায়ে জমায়েতে এসে দাঁড়াল। শ্লোগান আর গানে গমগম করছে চত্বর। রফিক বলে—জাহির তোমার জন্য আমাদের স্বপ্নপূরণ হবে। আমরা আবার বাঁচব।

তখনই একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। আর আলোগুলো পটাপট নিভে যায়। ওদের ওপর এলোপাথারি লাঠি বৃষ্টি নামে। জাহির চিৎকার করে—কমরেডস্ তোমরা চলে যেও না। আমরা এতজন আছি ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না। এ লড়াইটা আমাদের লড়তেই হবে। হঠাৎ জাহিরের মাথা লক্ষ করে একটা লাঠির বাড়ি পড়ে।

—আম্মি—বলে জাহির মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সবাই যে যেদিকে পারছে ছুটে পালায়।

প্রতিদিনের নিয়ম মেনে সূর্য ওঠে। সকালের প্রথম আলো এসে পড়ে জাহিরের ওপর। রফিক ওর মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে মুখে জলের ঝাপটা দেয়। ওর সহযোদ্ধারা ওকে একটা স্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায়। জাহিরের চোখের ওপর ভেসে ওঠে আম্মির মুখ। আফসানা, নাদিম সবাই ওকে ডাকছে। ওদের কাছে ওকে ফিরতে হবে। নাদিমকে বলতে হবে তার জন্মান্তরের ইতিহাস। ভাবীকালকে জানাতে হবে ভুখা পেটের লড়াই কতটা তীব্র হতে পারে। কতটা তীক্ষ্ণ হতে পারে তার প্রতিরোধ। কোনো আপসেই তা ভাঙা যায় না।

আর এভাবেই আবহমানকাল ধরে বেঁচে থাকে জীবন আর মরণের মাঝখানে প্রতিরোধের ব্যারিকেড।

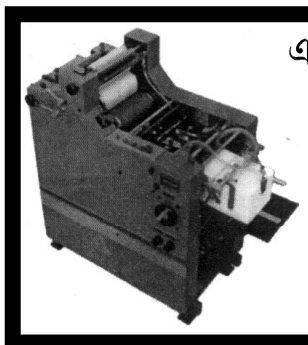

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

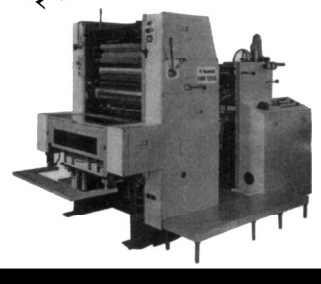

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা